# শ্রীশ্রীগুরুগীতা

**শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম**

যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৩২

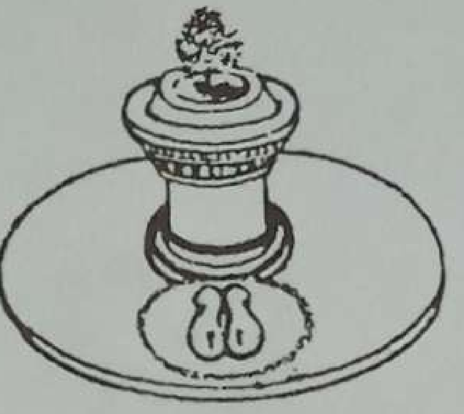

"গুরুগীতাই জগতের অভাব নাশ করিয়া
পরম শান্তি দিয়া থাকেন।
গীতার তুল্য আর জগতে কিছুই নাই।"

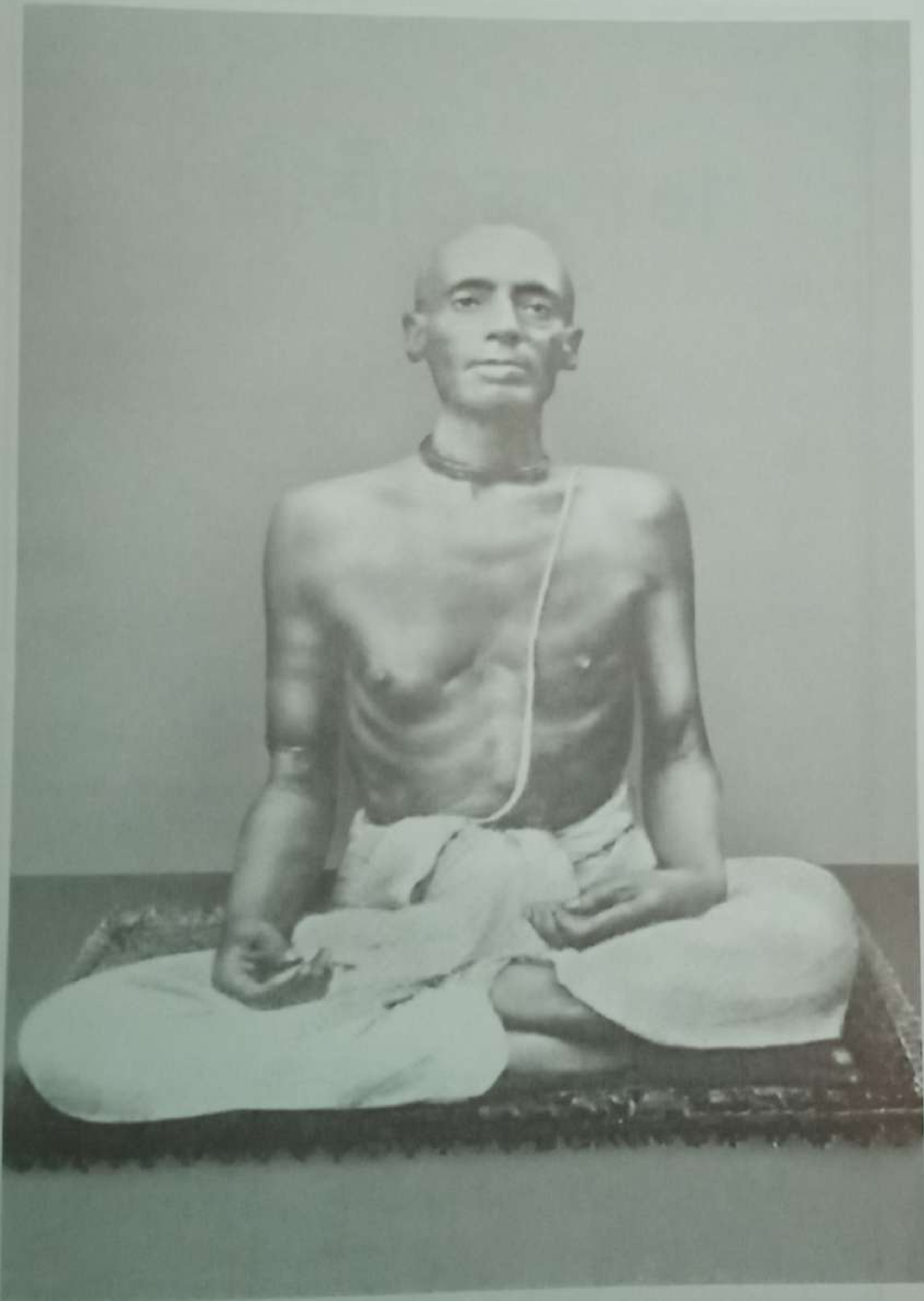

শ্রীশ্রীঠাকুর

# শ্রীশ্রীগুরুগীতা

শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম
যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৩২

গুরুধ্যানাৎ তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ

প্রকাশক ঃ
মোহন্ত মহারাজ
শ্রীমৎ কালিপদ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৪২৭

মুদ্রণে
প্রসেস সিন্ডিকেট
৪/১এ, ভোলানাথ পাল লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ২২৪১-৪৩৯৩ / ২২৫৭-১১৯১

মূল্য ঃ ৬.০০

# ভূমিকা

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন পরাইয়া মোহান্ধকারে অন্ধীকৃত ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ও উজ্জ্বল দৃষ্টিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহার প্রভাব বা মাহাত্ম্য জগৎত্রয়ে ব্যাপ্ত এবং যাঁহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, সেই শিবরূপী নিজ গুরুর বন্দনা আমরা শ্রীশ্রীগুরুগীতার স্তোত্রগুলিতে পাই। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর, গুরু তীর্থ, গুরু যজ্ঞ, গুরু দান, গুরু তপস্যা, গুরু অগ্নি, গুরু সূর্য্য, জগতের স্থাবর, জঙ্গম যাহা দেখা যায়, এক কথায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সবই গুরু। কারণ প্রথমে একমাত্র পরম ব্রহ্ম ছিলেন। একাকী ক্রীড়া হয় না, তাই তিনি বহু হইয়াছেন। বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা সবই সেই একজনকে লাভ করিবার পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহাকে লাভের একমাত্র উপায় গুরুসেবা, গুরুপদিষ্ট মার্গে বিচরণ করা। গুরু ব্রহ্ম, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর, ত্রিলোকে গুরুর অধিক কেহ নাই। গুরু যেরূপ ঈশ্বরও সেই প্রকার, ঈশ্বরও যেমন গুরুও তাদৃশ, গুরু ও ঈশ্বরে ভেদ নাই। সাধনভজনহীন মানবের গুরুই ঈশ্বর একথা ধারণা করা সহজ নয়। আমার নররূপধারী গুরু এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর শ্রীভগবান, প্রথমে একথায় অন্ধ বিশ্বাস করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র সাধন করিতে করিতে গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট— তিনটি এক, ইহা ধারণা করিতে শিষ্য সমর্থ হয়। গুরুদেবের প্রকৃত এবং পূর্ণস্বরূপ বুঝাইবার জন্য গুরুগীতার শ্লোকগুলি অনুধাবন করিতে করিতে এবং গুরু মহিমা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে করিতে অথবা শুনিতে শুনিতে শিষ্যের গুরুর

প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সে কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা করিতে থাকে এবং ক্রমে গুরুকৃপায় তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়—এই শ্লোকগুলি স্মারক ; ইহারা ইষ্টস্মৃতি জাগাইয়া তোলে এবং তাহাতেই এইগুলির সার্থকতা।

গুরুগীতা পাঠে ও অনুধাবনে শ্রীভগবানকে লাভ করিবার যিনি উপায় বা পথ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার শক্তিতেও মুমুক্ষু মানবের বিশ্বাস স্থাপিত হউক, ভগবৎচরণে এই প্রর্থনা।

শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম

আষাঢ়, ১৩৬৫ বাংলা শ্রী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

# শ্রীগুরুধ্যানম্

❖ হংসাভ্যাং পরিবৃতপত্রকমলে দিব্যৈর্জগৎকারণৈঃ
বিশ্বোৎকীর্ণমনেকদেহ-নীলয়ং স্বচ্ছন্দঃ আত্মচ্ছয়া।
তত্ত্বযোগ্যতয়া স্বদেশীকতনূং ভাবৈকদীপ্তাঙ্করং
প্রত্যক্ষাক্ষরবিগ্রহং গুরোপাদং ধ্যায়েদ্দ্বিবাহুং গুরুং।
বিশ্বব্যাপকমাদিদেববিমলং নিত্যং পরং নিষ্কলম্
নিত্যদ্বন্দ্বসহস্রপত্রকমলে নিত্যাক্ষরৈর্মণ্ডপে।
নিত্যানন্দমনন্ত-পূর্ণমখিলং তদব্রহ্মং নিত্য স্মরেৎ
আত্মানং স্বমনুংপ্রবিশ্য কুহরে স্বচ্ছন্দতঃ সর্ব্বগঃ॥

ভাবার্থ ঃ এই শরীরের মধ্যে চিরস্থায়ী নির্ব্বিকার যে আত্মা "তিনি" আছেন। তিনি গুরু, তিনিই জগতের কারণ। আত্মা হইতেই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি ও রূপসমূহের প্রকাশ। আত্মাই অনেক রূপ ধারণ করিয়াছেন, আত্মাই আপন ইচ্ছাতে বিহার করিতেছেন, আত্মাই সমুদয় মায়ার স্বরূপ; তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বেশ্বর, আদিদেব, নিত্য এবং সকলের উপর। তিনি নিষ্কল অর্থাৎ অখণ্ড, সহস্রদলকমলে অক্ষর স্বরূপে আছেন;এমন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই—এইরূপ ধারণা করিয়া মস্তকে গুরুব্রহ্মের ধ্যান করিবে।

---

❖ এরূপ ধ্যান বুরূহ বোধ হইলে সহস্রদলকমলে মন্ত্রদাতা গুরুর ধ্যানই করিবে, কারণ তিনি আত্মার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ।

# শ্রীগুরুপাদুকা স্তোত্রম্

ব্রহ্মরন্ধ্রসরসিরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিত দ্বাদশার্ণসরসিরুহং ভজে।।১
তস্য কন্দলিতকর্ণিকাপুটেক্লিপ্তরেখম-কথাদিরেখয়া।
কোণ-লক্ষিত হ-ল-ক্ষ-মণ্ডলী ভাবলক্ষ-মবলালয়ং ভজে॥২
তৎপুটে পুটতড়িৎকরারিমস্পর্দ্ধমানমণিপাটলপ্রভং।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্নাদবিন্দুমণিপীঠ মণ্ডলং॥৩
উদ্ধমস্য হুতভুক্‌শিখাসখং তদ্বিলাস-পরিবৃংহনাস্পদং।
বিশ্বেসরমহোৎকটং ব্যমৃষামি যুগমাদিহংসয়োঃ॥৪
তত্রনাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কু মাসবঝরীমকরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুকরকন্দশীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদং॥৫
নিষক্তমণিপাদুকানিয়মিতাঘ-কোলাহলং।
স্ফুরৎকিশলয়ারুণং নখসমুলল্লসৎ চন্দ্রকং
পরামৃতসরোবরোদিতসরোজ-মদ্রোচিষং।
ভজামি শিরশি স্থিতং গুরোঃপদার বিন্দোস্থিতং॥৬
পাদুকাপঞ্চকংস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতং।
ষড়ান্নায় ফলংপ্রাপ্য প্রপঞ্চেরাতিদুর্ল্লভং॥৭

ভাবার্থ ঃ অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের নিম্নে দ্বাদশদল পদ্ম। পদ্মের মধ্যে ত্রিকোণ। ত্রিকোণ-মধ্যে অধে নাদ ; উর্দ্ধে বিন্দু এবং মধ্যে মণিপীঠ। মণিপীঠে গুরুপাদপদ্ম। গুরুপাদপদ্মদ্বয় কেমন? নব প্রকাশিত পল্লবসমূহের ন্যায় অরুণবর্ণ। পাদপদ্মের নখগুলি• নির্ম্মল প্রকাশমান চন্দ্রের স্বরূপ

আবার পরম অমৃতপূর্ণ সরোবরে উদিত যে পদ্ম, তাহার মত নির্ম্মল প্রকাশ বিশিষ্ট। শ্রীনাথের চরণযুগল হইতে নিরন্তর পরামৃত ক্ষরণ হইতেছে। যেমন চন্দ্রের অমৃত কিরণ দ্বারা উত্তাপ নিবৃত্তি হয় সেইরূপ রাঙা পা দুইখানি সেবা করিলে দুঃখ তাপ শান্তি হয়। পাদপদ্মে সংলগ্ন যে মণিময় পদ রক্ষাণাধার পাদুকা, সেই মণিপাদুকার চিন্তার দ্বারা পাপ কোলাহল নিয়মিত হইয়াছে। পাদুকার ধ্যান করিয়া তদুপরি শ্রীগুরুপাদপদ্ম চিন্তা করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়।

# শ্রীগুরুপাদুকা স্মরণফলম্

কোটি কোটী মহাদানাৎ কোটি কোটী মহাব্রতাৎ।
কোটী কোটী মহাযজ্ঞাৎ পরা শ্রীপাদুকাস্মৃতিঃ॥১
কোটী কোটী মহামন্ত্রাৎ কোটীতীর্থাবগাহনাৎ।
কোটী দেবার্চ্চনাদেবি পরা শ্রীপাদুকাস্মৃতিঃ॥২
মহারোগে মহোৎপাতে মহাদোষে মহাভয়ে।
মহাপদী মহাপাপে স্মৃতা রক্ষতি পাদুকা*॥৩

ভাবার্থ ঃ কোটি কোটি মহাদান, মহাযজ্ঞ, মহামন্ত্র, তীর্থ-অবগাহন, দেব-দেবী অর্চ্চনা ইত্যাদি হইতে যে ফল পাওয়া যায় শ্রীগুরুদেবের পাদুকা স্মরণে তদপেক্ষা পরম ফল পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের পাদুকা স্মরণ করিলে মহারোগ, মহা-উৎপাত, মহাদোষ, মহাভয়, মহা-আপদ, মহাপাপ ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

---

* অংশটুকু শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত 'শ্রীশ্রীগুরুগীতা' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

# গীতারম্ভ

সূত উবাচ

**কৈলাসশিখরে রম্যেভক্তিসাধকনায়কঃ*।**
**প্রণম্য পার্ব্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি॥১**

সূত বলিলেন—পরম রমণীয় কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে ভক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ পাত্র শঙ্করকে দেবী পার্ব্বতী ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

**গুহ্যাদ্গুহ্যতরা বিদ্যা গুরুগীতা বিশেষতঃ।**
**তৎপ্রসাদাৎ** শ্রোত্যব্যা তৎসর্ব্বং ব্রূহি মে প্রভো॥২**

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—বিশেষতঃ গুরুগীতা অত্যন্ত গোপনীয় (গুহ্য হইতে গুহ্যতর) বিদ্যা। হে প্রভু, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সব কিছু বলুন, আমি শুনি।২।

**নমো নমো দেবদেব পরাৎপর জগদ্গুরো।**
**সদাশিব মহাদেব গুরুগীতাং প্রদেহি মে॥৩**

হে দেবাদিদেব পরাৎপর জগদ্গুরো, হে সদাশিব মহাদেব, আপনাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া গুরুগীতা বলুন।৩।

**কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।**
**তৎ কৃপাং কুরু মে ব্রহ্মন্ নমামি চরণং তব॥৪**

হে স্বামিন্, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে দেহাত্মা-অভিমানী জীব ব্রহ্মময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে? হে ব্রহ্মন্, আপনার শ্রীচরণে প্রণাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উক্ত তত্ত্ব অবগত করান।৪।

---

*পাঠান্তর—ভক্তি—সাধন তৎপরা, ** পাঠান্তর—তৎপ্রসাদাচ্চ

শ্রীশঙ্কর উবাচ

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথাগুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশ্যন্তে মহাত্মভিঃ॥৫

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—যাঁহাদের দেবতা তথা শ্রীগুরুদেবের প্রতি পরাভক্তি আছে মহাত্মাগণ তোমার কথিত অর্থাদি অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহ তাঁহাদেরই নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন।৫।

মম রূপাসি দেবি ত্বং তৎপ্রীত্যর্থং বদাম্যহম্।
লোকোপকারকং প্রশ্নো ন কেনাপি কৃতঃ পুরা॥১

হে দেবি, তোমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য আমি তোমাকে গুরুগীতা বলিতেছি। তুমিই আমার স্বরূপা, জনসাধারণের উপকারের জন্য ইতিপূর্ব্বে কেহ এইরূপ প্রশ্ন করে নাই।৬।

দুর্ল্লভং ত্রিষু লোকেষু তৎশৃণুষ্ব বদামহ্যম্।
কিঞ্চিদ্গুরুং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥৭

হে বরাননে, ত্রিলোকের দুর্ল্লভ বস্তু তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর—শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত সামান্যতম বস্তুও লাভ করা যায় না। —ইহা অতীব সত্য।৭।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ।
যন্ত্রমন্ত্রাদি বিদ্যানাং মৃত্যুরুচ্চাটনাদিকম্॥৮

বেদশাস্ত্রাদি পুরাণসহ, ইতিহাসাদি প্রভৃতি, যন্ত্র-মন্ত্রাদি বিদ্যাসমূহ, মৃত্যুরূপ উৎকণ্ঠাদি, এবং।৮।

শৈবশাক্তাগমাদীনি অন্যদ্বহুমতানি চ॥
অপভ্রংশানি শাস্ত্রাণি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম্॥৯

শৈব এবং শাক্ত আগমাদি (তন্ত্রসমূহ) ও অন্যান্য মতবাদ বা শাস্ত্রসমূহ (গুরু করুণায় সম্যক জ্ঞাত না থাকিলে) ভ্রান্তপথে জীবদিগকে পরিচালিত করে।৯।

**স্বয়ং লোকগুরুঃ সাক্ষাজ্জায়তে লোকতত্ত্ববিৎ।***

**যজ্ঞব্রত-তপোদান-জপতীর্থানুসেবনম্।**

**গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ।**

**গুরুবুদ্ধ্যাত্মনো নান্যৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়॥১০**

লোকগুরু (যে গুরুদেব আমাদের অর্থাৎ জনসাধারণের পরিত্রাতা) স্বয়ং সাক্ষাৎ লোকতত্ত্ববিদ্। গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, দান, জপ, তীর্থসেবা ইত্যাদি নিষ্ফল হইবেই—ইহাতে কোনো সংশয় নাই। আত্মা গুরুবুদ্ধিতে ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।—ইহাই নিঃসংশয়রূপে সত্য।১০।

**সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ।**

**সর্ব্বতীর্থাবগাহনাং ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম॥১১**

শ্রীগুরুর পাদপদ্মসেবা করিলে আত্মা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। আর সর্ব্বতীর্থ অবগাহনের ফল নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১১।

**গুরুপাদোদকং সম্যক্ সংসারার্ণবতারণম্।**

**অজ্ঞান-মূলহরণং জন্মকর্ম্মনিবারণম্।**

**জ্ঞানবৈরাগ্য-সিদ্ধ্যর্থং গুরোপাদোদকং পিবেৎ॥১২**

শ্রীগুরুদেবের চরণামৃত (পানে) সংসার সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, অজ্ঞানের মূল হরণ করে এবং জন্ম-কর্ম্ম নিবারিত হয়। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবের চরণামৃত পান করিবে।১২।

*পাঠান্তর—বেদতত্ত্ববিৎ

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরুরুচ্ছিষ্টভোজনম্।
গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ॥১৩

শ্রীগুরুদেবের চরণামৃত পান এবং ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিবে। সদা সর্ব্বদা শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধ্যান এবং গুরুস্তোত্র জপ করিবে।১৩।

কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকম্।
গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥১৪

শ্রীগুরুদেবের বাসস্থান কাশীক্ষেত্রস্বরূপ এবং চরণোদককে গঙ্গা-জল জ্ঞান করিবে। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। ইহা নিশ্চিত যে, তিনিই সাক্ষাৎ তারকব্রহ্ম।১৪।

শিরঃপদাঙ্কিতং কৃত্বা গয়াসুরঽক্ষয় বটঃ।
তীর্থরাজঃ প্রয়াগোঽসৌ গুরুমূর্ত্তৌ নমো নমঃ॥
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ।
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥১৫

শ্রীগুরুর শ্রীপাদ মস্তকে অঙ্কিত (স্থাপন) করিতে পারিলে গয়াসুর, অক্ষয়বটকে প্রণাম করা হয়। গুরুমূর্ত্তিকে তীর্থরাজ প্রয়াগ মনে করিয়া বারংবার প্রণাম করিবে। প্রত্যহ গুরুমূর্ত্তি স্মরণ, সর্ব্বদা শ্রীগুরুপ্রদত্ত নাম · জপ এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞা পালন করিবে। শ্রীগুরু ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবিবে না।১৫।

গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎপ্রসাদতঃ।
গুরুমূর্ত্তে সদা ধ্যানং যথা বৈ বিনিয়োজিতম্॥
স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং পুষ্টিবর্দ্ধিনীম্।
অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরণ্যং ন ভাবয়েৎ॥১৬

ব্রহ্ম শ্রীগুরুদেবের বদনে সর্ব্বদা বিরাজ করেন, শ্রীগুরুর প্রসাদেই সেই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। যে কোন কার্য্যে যে কোন স্থানেই নিয়োজিত থাক

না কেন সর্ব্বদা শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। স্ব-আশ্রমোক্ত স্বজাতি এবং স্বীয় কীর্ত্তির পুষ্টিবিধান ইত্যাদি সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর ভাবনাই করিবে।১৬।

গুরুবক্ত্রেস্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যানুলভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু॥১৭

বিদ্যা (পরাবিদ্যা,—অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান) কেবল শ্রীগুরুদেবের মুখেই অবস্থিত, সেই বিদ্যা গুরুভক্তিতে লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং অতীব যত্নের সহিত শ্রীগুরুদেবের আরাধনা করা উচিত।১৭।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥১৮

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' শব্দের অর্থ তেজ (আলো)। অজ্ঞানতা ধ্বংসকারক শ্রীগুরুদেব যে স্বয়ং ব্রহ্ম ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৮।

গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়াভ্রান্তি বিমোচকঃ॥১৯

প্রথম বর্ণ 'গু' কার মায়াদি গুণ ভাসক (প্রকাশক) এবং দ্বিতীয় বর্ণ 'রু'-কার দ্বারা মায়া-ভ্রান্তি বিমোচক ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে।১৯।

গু শব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার-নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥২০

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' শব্দ দ্বারা সেই অন্ধকারের নিরোধকত্ব বুঝায়। (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার-নিরোধককেই 'গুরু' বলিয়া থাকে।২০।

এবং গুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
হাহাঃ হূহূঃগণৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ পূজ্যতে।
এবং তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃপরম্॥২১

দেবগণেরও দুর্ল্লভ এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেননা হা হা, হূ হূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এই শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকে। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের উপরে আর কেহ নাই জানিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট করিবে।২১।

**আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম্।**
**সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষ-কারণাৎ॥২২**

শ্রীগুরুদেবের সন্তোষের নিমিত্ত সাধকের আসন, শয়নের দ্রব্যাদি, বস্ত্র, বাহন এবং ভূষণাদি প্রদান করিতে হয়।২২।

**দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্যে নির্ল্লজ্জো গুরু-সন্নিধৌ।**
**আত্মদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে চ নিবেদয়েৎ॥২৩**

শ্রীগুরু সন্নিধানে (নিকটে) নিঃসঙ্কোচে দীর্ঘদণ্ডী (লম্বা হইয়া) অবস্থায় প্রণাম করিবে। স্ত্রীপুত্রাদি সহ সকল প্রকার বস্তু শ্রীগুরুদেবকে স্বয়ং নিবেদন করিবে।২৩।

**ক্রিমিকীটভস্মবিষ্ঠা-দুর্গন্ধমলমূত্রকম্।**
**শ্লেষ্মরক্তত্বাচং মাংসং তনুরিত্থং বরাননে॥২৪**

হে বরাননে, এই যে দেহ তাহা ক্রিমি, কীট, ছাই, দুর্গন্ধযুক্ত মলমূত্রাদি, শ্লেষ্মা, রক্ত, চামড়া, মাংস ইত্যাদির মিলিত বস্তুমাত্র।২৪।

**সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।**
**যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥২৫**

জীব সংসাররূপ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নরকরূপ সমুদ্রে নিপতিত হয়, যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেন সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।২৫।

**গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।**
**গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥২৬**

শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তিনিই পরম ব্রহ্ম, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।২৬।

**অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।**
**চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥২৭**

অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার আচ্ছন্ন অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুকে যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়াছেন সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।২৭।

**অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।**
**তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥২৮**

অখণ্ডমণ্ডলাকার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি প্রকাশ করেন এবং যিনি তাঁহার পরমপদকে পরিদর্শন করাইয়া দেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।২৮।

**স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিত সচরাচরম্।**
**তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥২৯**

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বচরাচরে সামান্যতম বস্তুর মধ্যেও যিনি পরিব্যাপ্ত এবং যিনি সেই পরম পদ দর্শন করাইয়া দেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।২৯।

**চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।**
**তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩০**

চিন্ময়রূপে যিনি সমগ্র ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত এবং যিনি তাঁহার (চিন্ময়রূপী) পরমপদ দর্শন করাইয়া দেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৩০।

সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-বিরাজিত-পদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩১

শ্রুতি (বেদ) সমূহের শিরোরত্ন যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বিরাজিত, যিনি বেদান্তরূপ কমল প্রকাশে সূর্যস্বরূপ, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৩১।

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩২

যিনি চৈতন্য, শ্বাশত, শান্ত, আকাশ হইতেও যিনি নির্ম্মল, যিনি সগুণ-নির্গুণ উপাধিশূন্য, যিনি বিন্দু, নাদ ও কলার অতীত সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি। ৩২।

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩৩

যিনি জ্ঞানশক্তিতে সমাসীন, তত্ত্বরূপ মালিকা দ্বারা বিভূষিত, যিনি ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৩৩।

অনেকজন্ম-সংপ্রাপ্ত-কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩৪

যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া অনেক জন্ম-সংক্রান্ত কর্ম্মবন্ধনের মুক্তি প্রদান করেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।৩৪।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদম্।
গুরোঃ পাদোদকঃ সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩৫

যাঁহার শ্রীচরণামৃত ভবসমুদ্রকে শোষণ করিয়া জগতের সার সম্পদকে সম্যকরূপে জ্ঞাপন করাইয়া দেয়, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৩৫।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩৬

শ্রীগুরুর অধিক কোন তত্ত্ববস্তু নাই, কোন তপস্যা নাই। গুরুতত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন জ্ঞান নাই; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৩৬।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩৭

আমার নাথই (পতি) জগতের নাথ ; আমার গুরুই জগৎগুরু। আমার আত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মা। সেই (আত্মারূপী আমার পতি—জগৎ গুরু সদৃশ) শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৩৭।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩৮

শ্রীগুরুদেবই সকল বস্তুর আদি এবং অনাদি; শ্রীগুরুদেবই পরম দেবতা। শ্রীগুরুদেবের উপরে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৩৮।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥৩৯

শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি ধ্যানের মূল, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম পূজার মূল, গুরুবাক্য মন্ত্রের মূল এবং গুরুকৃপা হইল মোক্ষলাভের মূল।৩৯।

সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থস্নানাদিকৈঃ ফলম্*।
গুরোরঙ্ঘ্রি-জলাদ্‌বিন্দুঃ-সহস্রাংশেন দুর্লভম্॥৪০

সপ্তসাগর অবধি তীর্থস্নানাদিতে ফললাভ হয় (তাহা আয়াসসাধ্য) কিন্তু শ্রীগুরুদেবের পাদোদকের একবিন্দুর সহস্রভাগের অংশও (তাহা

---

*পাঠান্তর—তীর্থস্নানং ফলং তথা।

হইতে) সুদুর্ল্লভ। (সপ্তসাগর—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল)।৪০।

গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ গুরম্॥৪১

শ্রীগুরুদেবই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক, তিনি সর্ব্ব জগতের প্রভু। শ্রীগুরুদেবের অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, সুতরাং শ্রীগুরুদেবের পূজাই করিবে।৪১।

জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিণা॥৪২

জ্ঞান ব্যতীত কেবল গুরুভক্তিতেই মুক্তিপদ লাভ করা যায়। গুরুপথাবলম্বিগণের নিকট শ্রীগুরুদেবের ধ্যান ব্যতীত শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।৪২।

তস্মাৎপরতরং নাস্তি নেতি নেতীতি বৈ শ্রুতিঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বদারাধয়েদ্ গুরুম্॥৪৩

শ্রুতিতে নেতি নেতি যাহাই বলুক না কেন, তাঁহার (শ্রীগুরুদেবের) উপরে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। স্বীয় কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের আরাধনা করিবে।৪৩।

গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন ব্রহ্মা-বিষ্ণুঃ-সদাশিবঃ।
সৃষ্ট্যাদিক-সমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া॥৪৪

কেবল শ্রীগুরু সেবার ফলে এবং তাঁহার (শ্রীগুরুদেবের) কৃপা প্রসাদে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সদাশিব সৃষ্টি আদি (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি) কর্ম্মে সমর্থ হইয়াছে।৪৪।

দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ।
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূণাবিধিম॥৪৫

দেবতা, কিন্নর গন্ধর্ব্ব পিতৃগণ, যক্ষ-চারণগণ এবং মুনিগণও শ্রীগুরুসেবা বিধি জানেন না।৪৫।

**ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষ-কিন্নরাঃ।**
**ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাঙ্‌মুখঃ॥৪৬**

শ্রীগুরুসেবা-পরান্মুখ দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, যক্ষ, কিন্নর, ঋষিগণ এমন কি সর্ব্বসিদ্ধাইগণও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।৪৬।

**ধ্যানং শৃণু মহাদেবি সর্ব্বানন্দ-প্রদায়কম্।**
**সর্ব্বসৌখ্যকরং নিত্যং ভুক্তি-মুক্তি ফলপ্রদম্* ॥৪৭**

হে মহাদেবি, সর্ব্ব-আনন্দ প্রদানকারী, নিত্য সর্ব্বসুখকর ভুক্তি-মুক্তি ফলদায়ী যে ধ্যান তাহা শ্রবণ কর।৪৭।

**শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি।**
**শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।**
**শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি,**
**শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি॥৪৮**

শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপ গুরুকে ভজনা করি। শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপ গুরুনাম উচ্চারণ করি। শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীগুরুকে স্মরণ করি। শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।৪৮।

**ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিং**
**দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।**
**একং নিত্যং বিমলমচলং ❖ সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্**
**ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥৪৯**

---

* পাঠান্তর—ভুক্তি মুক্তি বিশারদঃ

❖ পাঠান্তর—নিঃশব্দতং

শ্রীগুরুদেবের কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিই ব্রহ্মানন্দের ন্যায় পরম সুখদায়ক। তিনি আকাশের ন্যায় দ্বন্দ্বাতীত এবং তত্ত্বমসি লক্ষ্য যুক্ত। তিনি নিত্য, অদ্বিতীয়, বিমল, অচল এবং সর্ব্বদা সকল প্রকৃতির সাক্ষীস্বরূপ। সেই ভাবাতীত এবং ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) রহিত শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৪৯।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥৫০

যিনি নিত্য, শুদ্ধ, নিরাভাস, নিরাকার, নিরঞ্জন, নিত্যবোধযুক্ত এবং চিৎ আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।৫০।

হৃদ্যম্বুজে কর্ণিকামধ্যসংস্থাং
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং
সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্॥৫১

হৃদয়পদ্মের কর্ণিকামধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট সৎ, চিৎ, সুখাভীষ্ট বর প্রদানকারী চন্দ্রকলা বিভূষিত দিব্যমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবে।৫১।

শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং
মুক্তাফলভূষিত-দিব্যমূর্ত্তিম্।
বামাঙ্গপীঠেস্থিতদিব্য-শক্তিং
মন্দস্মিতংপূর্ণকৃপা-নিধানম্॥৫২

যিনি শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতবস্তু (চন্দন-তিলক) বিলেপিত, (যাঁহার গাত্র) মুক্তাফলে বিভূষিত যাঁহার দিব্যমূর্ত্তি, যাঁহার বামাঙ্গ পীঠে দিব্যশক্তি। (শিষ্যদের প্রতি) পূর্ণ কৃপা বর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার বদন মৃদু হাস্যযুক্ত।৫২।

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং ভজামি॥৫৩

পরমানন্দময় শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন চিত্তে আনন্দ প্রদান করেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, নিজবোধযুক্ত, যোগীন্দ্রপূজ্য এবং ভবরোগের চিকিৎসক শ্রীগুরুদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি।৫৩।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং* শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্॥৫৪

প্রাতঃকালে মস্তকস্থিত শ্বেতকমলের সহস্রদলের মধ্যে অবস্থিত দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ এবং বরাভয়প্রদানকারী প্রশান্ত মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবে।৫৪।

ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্।
মম শাসনতো মম শাসনতো
মম শাসনতো মম শাসনতঃ॥৫৫

শ্রীগুরুদেবের অধিক কিছুই নাই, কিছুই নাই নাই নাই। ইহাই আমার আজ্ঞা বা অনুশাসন।৫৫।

এবংবিধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
তদা গুরুপ্রসাদেন মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ॥৫৬

এই প্রকারে শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিলে জ্ঞান আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইবে। তখন এই চিন্তা করিবে যে, আমি শ্রীগুরুপ্রসাদে মুক্ত হইয়াছি।৫৬।

* পাঠান্তর—বরাভয়করং

গুরুণা দর্শিতে মার্গে মনঃশুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ।
অনিত্যং খণ্ডয়েৎ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিদাত্মগোচরম্ ॥৫৭

শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে চলিয়া মন শুদ্ধ করিবে, তখন নিজের কাছে যাহা অনিত্য বলিয়া মনে হইবে তাহা সর্ব্বাংশে খণ্ডন করিবে।৫৭।

জ্ঞেয়ং সর্ব্বমনিত্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং কুর্য্যান্নান্যঃ পন্থা দ্বিতীয়কঃ* ॥৫৮

জ্ঞেয় বস্তু সর্ব্বদাই অনিত্য, জ্ঞানকে মন বলা হইয়া থাকে। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় উভয়কে সমান মনে করিয়া একমাত্র আত্মা ব্যতীত যে দ্বিতীয় পথ নাই (তাহাই চিন্তা করিবে)।৫৮।

এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৫৯

হে মহাদেবি, এইরূপ (গুরুতত্ত্ব) শ্রবণ করিয়াও যে গুরুনিন্দা করে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করিবে ততদিন সে ঘোর নরকে বাস করিবে।৫৯।

যাবদ্দেহান্তকালোঽস্তি তাবদ্দেবি গুরুং স্মরেৎ।
গুরুলোপো ন বক্তব্যঃ স্বচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ॥৬০

দেহের অন্তকাল অবধি শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিবে। তাঁহাকে যদি স্বচ্ছন্দে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার গুরুলোপ হইয়াছে বলা উচিৎ নহে।৬০।

(অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীগুরুমূর্ত্তি নিত্য ধ্যান করেন তাঁহাদের নিকট শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা প্রকটই থাকেন। শ্রীগুরুদেবের তিরোভাবের কথা তাঁহারা বলেন না, বলিতে পারেন না)।

---

* পাঠান্তর—কুর্য্যান্নান্যো হপ্যাত্ম দ্বিতীয়কঃ

গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন।
অহঙ্কারো ন কর্ত্তব্যঃ প্রাজ্ঞৈঃ শিষ্যৈঃ কথঞ্চন॥৬১

শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে কখনও অসত্য বলিবে না। বুদ্ধিমান শিষ্যের কখনও অহঙ্কার করা উচিৎ নহে।৬১।

যো বৈ হুঁকৃত্য হুঁকৃত্য গুরুং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
অরণ্যে নির্জ্জন-স্থানে স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥৬২

যে ব্যক্তি হুংকার এবং গর্জ্জন সহকারে শ্রীগুরুদেবকে বাক্‌বিতণ্ডায় পরাজিত করে, সে গহন অরণ্যে নির্জ্জন স্থানে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।৬২।

মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্ বাপি গুরুঃ রক্ষতি পার্ব্বতি॥৬৩

হে পার্ব্বতি, মুনিগণ, সর্পগণ, দেবগণও যদি অভিশাপ প্রদান করেন, শমন ভয় (কাল) ও মৃত্যুভয় হইতে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিয়া থাকেন।৬৩।

অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয়স্তথা।
গুরুশাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়॥৬৪

সকল দেবতা এবং মুনিগণ গুরুশাপগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে অপারগ, ক্ষীণ হইতে হইতে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সংশয় নাই।৬৪।

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্॥৬৫

হে দেবি, যাবতীয় মন্ত্রসমূহের মধ্যে "গুরু" এই অক্ষর দুইটিই মন্ত্রের রাজা (প্রধান)। শ্রুতি-বেদান্ত বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ পরমপদ (পরমাত্মা) বলা হইয়াছে।৬৫।

শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ॥৬৬

শ্রুতি-স্মৃতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও কেবল গুরুসেবা দ্বারা সন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যায়িত হইয়া থাকেন। (গুরু সেবা না করিয়া কেবল) বেশ ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।৬৬।

গুরুকৃপাপ্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে।
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥৬৭

শ্রীগুরুকৃপাপ্রসাদে আত্মারামত্ব লাভ করা যায়। গুরুপ্রদর্শিত এই পথে আত্মজ্ঞান প্রবর্ত্তিত (লাভ) হয়।৬৭।

আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগদ্‌গুরুম*॥৬৮

পরমাত্মার স্বরূপ শ্রীগুরুদেব ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ (তৃণগুচ্ছ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত, স্থাবর জঙ্গমাদিতে পরিব্যাপ্ত সেই জগৎগুরুকে প্রণাম করি।৬৮।

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুম্।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্॥৬৯

সচ্চিদানন্দময়, ভেদজ্ঞানরহিত আমার শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিতেছি। তিনি নিত্য পূর্ণ, নিরাকার, নির্গুণ স্ব আত্মায় বিরাজমান।৬৯।

পরাৎপরং পরং ধ্যেয়ং ** নিত্যমানন্দকারকম্।
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্॥৭০

তিনি পরাৎপর (শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ) পরম ধ্যানের বস্তু এবং তিনি নিত্য আনন্দপ্রদানকারী। হৃদয়রূপী আকাশের মধ্যে শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ।৭০।

---

* পাঠান্তর—পরাৎ পরতরং ধ্যেয়ং

** পাঠান্তর—নিঃশব্দতং

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ধ্যায়েত চিন্ময়ং হৃদি।
তত্র স্ফুরতি যোভাবঃ শৃণু তং কথয়াম্যহম্॥৭১

হৃদয়ে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ চিন্ময় পুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে যে ভাবসমূহ স্ফুরিত হয় তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭১।

অগোচরং তথাগম্যং রূপনামাদিবর্জ্জিতম্।
নিঃশব্দন্তু * বিজানীয়াৎ স ভাবো ব্রহ্ম পার্ব্বতি॥৭২

গোচরহীন, বুদ্ধির অগম্য, রূপনামাদি বর্জ্জিত ও নিঃশব্দ যে ভাব, হে পার্ব্বতি, সেই ভাবকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।৭২।

যথা নিজস্বভাবেন কর্পূরং কুঙ্কুমাদিকম্।
শীতোষ্ণাদি স্বভাবেন তথা ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্॥৭৩

কর্পূর এবং কুঙ্কুমাদি যেমন নিজের স্বভাববশতই সুগন্ধে ভরপুর; শীত-গ্রীষ্ম যেমন স্বভাববশত (প্রবর্ত্তিত হয়) ব্রহ্মও তদ্রূপ শাশ্বত এবং নিত্য।৭৩।

গুরুধ্যানাৎ তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
পিণ্ডে পদে তথারূপে মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়॥৭৪

নিত্য শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিলে দেহধারী জীবও ব্রহ্মময় দেহী হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পিণ্ডে, পদে এবং রূপে মুক্ত বলা যায়। ইহাতে কোন সংশয় নাই।৭৪।

---

* পাঠান্তর—নিঃশব্দতং

শ্রীপাৰ্ব্বত্যুবাচ

**পিণ্ডং কিং তন্মহাদেব পদং কিং সমুদাহৃতম্।**
**রূপঞ্চ রূপাতীতঞ্চ এতদাখ্যাহি শঙ্কর॥৭৫**

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—হে মহাদেব শঙ্কর! সেই পিণ্ড কি? পদই বা কাহাকে বলে? রূপ এবং রূপাতীতই বা কি? আমাকে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিন।৭৫।

শ্রীশঙ্কর উবাচ

**পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতম্।**
**রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্॥৭৬**

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—কুণ্ডলিনী শক্তিকে পিণ্ড বলে। 'হংস'-কে পদ বলা হয়; বিন্দুই রূপ আর রূপাতীতকেই নিরঞ্জন (সগুণ-নির্গুণ উপাধিশূন্য) বলিয়া জ্ঞান করিবে। ৭৬।

**সোঽহং সর্ব্বময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ।**
**পরাৎপরতরং নান্যৎ সর্ব্বমেব নিরাময়ম্॥৭৭**

তিনি স্বয়ং সর্ব্বময় হইয়া আছেন (সকল বস্তুর মধ্যে পরমব্রহ্মের অবস্থিতি জানিয়া) সেই পরমব্রহ্মকে দর্শন করিবে। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু অন্য কিছুই নাই। (তাঁহার দর্শনে) সমস্ত কিছুই নিরাময় হয়।৭৭।

**যস্যাবলোকনাদেব সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।**
**একান্তনিস্পৃহঃ শান্তস্তৎক্ষণাদ্ভবতি প্রিয়ে॥৭৮**

হে প্রিয়ে, তাঁহার দর্শনমাত্র সর্ব্বসঙ্গ (প্রপঞ্চ বস্তুতে আসক্তি) বিবর্জ্জিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাব প্রাপ্ত হইয়া একান্ত শান্ত হইয়া পড়ে।৭৮।

লব্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বল্পং বা বহুলন্তথা।
নিষ্কামৈরেব ভোক্তব্যং সদা সন্তুষ্টমানসৈঃ॥৭৯

লাভ হউক বা না হউক, উহা (লব্ধ বস্তু) স্বল্পই হউক আর বহুল পরিমাণেই হউক, সর্ব্বদা নিষ্কামভাবে তাহাই হৃষ্টচিত্তে উপভোগ করিতে হয়।৭৯।

সদানন্দঃ সদা শান্তো রমতে যত্র কুত্রচিৎ।
যত্রৈব তিষ্ঠতে সোঽপি স দেশঃ পুণ্যভাজনম্॥৮০

সদানন্দ সদা শান্ত (ভক্ত) যখন যে স্থানে রমণ (লীলা) করেন, যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান, সেই দেশ পুণ্যভাজন।৮০।

মুক্তস্য লক্ষণং দেবি তবাগ্রে কথিতং ময়া।
উপদেশো ময়া দেবি গুরুমার্গেণ দর্শিতঃ॥৮১

হে দেবি, আমি তোমার নিকট মুক্তের লক্ষণসমূহ বলিলাম এবং গুরুপ্রদর্শিত পথে উপদেশ প্রদান করিলাম।৮১।

# গীতামাহাত্ম্য

গুরুভক্তিস্তথা ধ্যানং সকলং তব কীর্ত্তিতম্।
অনেন যদ্ভবেৎ কার্য্যং তদ্বদামি মহাতপঃ॥ ১

গুরুভক্তি, ধ্যান ইত্যাদি সকলই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহা দ্বারা মহা তপস্যারূপ যে কার্য্য সাধিত হয় তাহা বলিতেছি।১।

লোকোপকারকং দেবি লৌকিকং তু ন ভাবয়েৎ।
লৌকিকাৎ কর্ম্মণো যান্তি জ্ঞানহীনা ভবার্ণবে॥২

হে দেবি, ইহা (এতক্ষণ যে উপদেশাবলী কীর্ত্তিত হইল) লোকোপকারক কিন্তু ইহাকে লৌকিক বলিয়া ভাবিও না। অজ্ঞানীরা লৌকিক কর্ম্মের ফলে ভবসাগরে পতিত হয়।২।

ইদন্তু ভক্তিভাবেন পঠ্যতে শ্রূয়তেঽথবা।
লিখিত্বা বা প্রদীয়েত সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥৩

এই গুরুগীতা কেহ ভক্তিসহকারে পাঠ, শ্রবণ অথবা লিখিয়া অন্য কাহাকে প্রদান করিলে তাহার সমস্ত বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে।৩।

গুরুগীতাভিধং দেবি শুদ্ধং তত্ত্বং ময়োদিতম্।
ভবব্যাধিবিনাশার্থং স্বয়মেব সদা জপেৎ॥৪

হে দেবি, গুরুগীতা নামক শুদ্ধ তত্ত্ব আমি ব্যাখ্যা করিলাম, ভব-ব্যাধি বিনাশের জন্য নিজেই ইহা সর্ব্বদা জপ করিবে।৪।

গুরুগীতাক্ষরৈকৈকং মন্ত্ররাজমিদং প্রিয়ে।
অনয়া বিবিধা মন্ত্রাঃ কলাং নার্হন্তিষোড়শীম্॥৫

গুরুগীতার এক একটি অক্ষর এক একটি শ্রেষ্ঠ মন্ত্র (মন্ত্রের রাজা) অন্যান্য বিবিধ মন্ত্রসমূহ ইহার ষোল ভাগের এক ভাগও নহে। (কলাভাগ বা অংশ)।৫।

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনম্।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বসঙ্কটনাশনম্॥৬

ইহা (গুরুগীতা) সকল প্রকার পাপ ও দারিদ্র্যনাশক। ইহা অকালমৃত্যু নিবারণ করে এবং সবর্বপ্রকার সংকট বিদূরিত করে। ৬।

যক্ষরাক্ষসভূতানাং চৌরব্যাঘ্রভয়াপহম্।
মহাব্যাধিহরঞ্চৈব বিভূতিসিদ্ধিদং ভবেৎ॥৭

ইহা যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, চোর, ব্যাঘ্র ইত্যাদির ভয় দূরীভূত করে। মহাব্যাধি হরণ করিয়া বিভূতি সিদ্ধি প্রদান করে।৭।

মোহনং সর্ব্বভূতানাং বন্ধনে মোচকং * পরম্।
দেবভূপপ্রিয়করং লোকানাং বশমানয়েৎ॥৮

ইহা সবর্বপ্রাণীকে মোহিত করে এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধনবিমোচক। ইহা দেবতা ও রাজার প্রিয় কারক এবং সর্ব্বলোককে বশীভূত করে।৮।

মুখস্তম্ভকরং নৃণাং সদ্গুণানাং বিবর্দ্ধনম্।
দুষ্কর্ম্মনাশনঞ্চৈব সৎকর্ম্মসিদ্ধিদং ভবেৎ॥৯

এই গীতা লোকদের মুখকে স্তম্ভন (বন্ধ) করে, (বাচালতা থাকে না) সদ্গুণরাশিকে বর্দ্ধিত করিয়া দেয় এবং দুষ্কর্ম্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া সৎকর্ম্মে সিদ্ধি প্রদান করে।৯।

ভক্তিদং সিদ্ধয়েৎ কার্য্যং নবগ্রহভয়াপহম্।
দুঃস্বপ্ননাশনঞ্চৈব সুস্বপ্নানাং প্রদর্শকম্॥১০

ইহা ভক্তিপ্রধান করে, সবর্বকার্য্যে সিদ্ধিদান করে, নবগ্রহ-ভীতি বিদূরিত করে এবং দুঃস্বপ্নকে বিনাশ করিয়া সুস্বপ্ন দর্শন করায়।১০।

সর্ব্বশান্তিকরং নিত্যং বন্ধ্যাপুত্রফলপ্রদম্।
অবৈধব্যকরং স্ত্রীণাং সৌভাগ্যদায়কং পরম্॥১১

---

*পাঠান্তর—বন্ধবিমোচক।

ইহা নিত্য পাঠ করিলে সর্ব্বশান্তি বিরাজ করে, বন্ধ্যাকে পুত্রফল প্রদান করে, নারীগণের বৈধব্য-দোষ বিনষ্ট করে এবং পরম সৌভাগ্য প্রদান করে।১১।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধকম্।
নিষ্কামতস্ত্রিবারং বা জপেন্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥১২

ইহার পাঠে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, পুত্র-পৌত্রাদি বর্দ্ধিত হয়। নিষ্কামভাবে তিনবার পাঠ বা জপ করিলে মোক্ষলাভ হয়।১২।

সর্ব্বদুঃখং ভয়ং বিঘ্নং নাশয়েত্তাপহারকম্।
সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্॥১৩

ইহা পাঠে করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, ভয়, বিঘ্নাদি বিনাশ করে সর্ব্বপ্রকার তাপ হরণ করে। সকল প্রকার বাধা প্রশমন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করে।১৩।

যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
কামিনাং কামধেনুশ্চ কল্পিতস্য সুরদ্রুমম্॥১৪

(ইহার পাঠক বা শ্রোতা) যাহা চিন্তা করেন, নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হন। (এই্ শ্লোকগুলি) কামনাশীল ব্যক্তির পক্ষে কামধেনুস্বরূপ এবং কল্পনার কল্পবৃক্ষ সদৃশ।১৪।

চিন্তামণিং চিন্তিতস্য সর্ব্বমঙ্গলকারকম্।
জপেচ্ছাক্তশ্চ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণবঃ।
সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্॥১৫

এই গুরুগীতা চিন্তাকারীদের চিন্তামণিস্বরূপ এবং সর্ব্বমঙ্গলকারক। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এবং সৌরগণ ইহা জপ করেন। হে দেবি, ইহা সিদ্ধি প্রদান করে এবং ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদ।১৫

সংসারমলনাশার্থং ভবতাপ নিবৃত্তয়ে।
গুরুগীতাম্ভসি স্নানং তত্ত্বজ্ঞঃ কুরুতে সদা॥১৬

সংসাররূপ মল বিনাশ করিবার নিমিত্ত এবং ভবতাপ নিবারণের জন্য গুরুগীতারূপ জলে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা স্নান করেন।১৬।

স এব সদ্‌গুরুঃ যঃ স্যাৎ সদসদ্‌ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ॥১৭

তিনিই সদ্‌গুরু যিনি ব্রহ্মকে সৎ অসৎ উভয়রূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত স্থানই পবিত্র, ইহাতে কোন প্রকার সংশয় নেই।১৭।

স দেশঃ শুদ্ধো যত্রাসৌ গীতা তিষ্ঠতি দুর্ল্লভা।
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রপীঠে বসন্তি হি॥১৮

এই দুর্ল্লভ গীতা যে দেশে অবস্থান করেন, সেই সিদ্ধক্ষেত্র রূপ পীঠস্থানে সকল দেব-দেবী বাস করিয়া থাকেন।১৮।

শুচিরের সদা জ্ঞানী গুরুগীতা জপেন তু।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥১৯

যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরা শুচি (পবিত্র) অন্তঃকরণে গুরুগীতা সদা জপ করেন, তাঁহাদের দর্শনে আর পুনর্জন্ম হয় না। (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু রহিত হয়)।১৯।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নিজধর্ম্মো ময়োদিতঃ।
গুরুগীতাসমো নাস্তি সত্যং সত্যং বরাননে॥২০

ত্রি সত্য করিয়া আমি বলিতেছি যে, আমার নিজের ধর্ম্ম তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। হে বরাননে এই গুরুগীতার সমান সত্য সত্যই আর কিছুই নাই।২০।

**গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ।**

**গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃপরম্।।২১**

শ্রীগুরুই দেবতা, তিনিই ধর্ম্ম, তাঁহার প্রতি নিষ্ঠাই পরম তপস্যা। গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববস্তু কিছুই নাই।২১।

**ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যং বংশঃ * কুলং তথা।**

**ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।।২২**

হে দেবি, গুরুভক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ, গুরুগীতা পাঠকের মাতা-পিতা ধন্য, বংশকুল ধন্য, পৃথিবীও ধন্যা।২২।

**শরীরমিন্দ্রিয়প্রাণা অর্থ স্বজনবান্ধবাঃ।**

**পিতৃমাতৃকুলং দেবি! গুরুরেব ন সংশয়ঃ।।২৩**

শরীর, ইন্দ্রয়সমূহ, প্রাণ, অর্থ, স্বজন, বান্ধব, পিতৃকুল, মাতৃকুল ইহারা গুরুস্বরূপ ; হে দেবি! ইহাতে কোন সংশয় নাই।২৩।

**আজন্মকোট্যাং দেবেশি জপব্রততপঃক্রিয়াঃ।**

**এতৎ সর্ব্বং সফলং ** দেবি গুরুসন্তোষমাত্রতঃ।।২৪**

শ্রীগুরুদেবকে (গুরুগীতা পাঠ করিয়া) সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কোটি জন্মের জপ, ব্রত, তপঃক্রিয়াদি সফল হইয়া থাকে।২৪।

**বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ।**

**গুরোঃ সেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।।২৫**

বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কারে মত্ত যে মনুষ্যগণ গুরুসেবায় পরান্মুখ তাহারা নিতান্ত মন্দভাগ্য– ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।২৫।

---

*পাঠান্তর—সর্ব্বকুলস্তথা

**পাঠান্তর—তস্যাঃ সর্ব্বফলং

গুরোঃ সেবাং পরং তীর্থমন্যতীর্থমনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্॥২৬

হে দেবি! গুরুসেবাই পরম তীর্থ। অন্যান্য তীর্থসমূহ অনর্থক। সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মই সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়স্থল।২৬।

ইদং রহস্যং নো বাচ্যং তবাগ্রে কথিতং ময়া।
সুগোপ্যঞ্চ প্রযত্নেন যেনাত্মানং প্রযাস্যসি॥২৭

তোমার নিকট (অগ্রে) আমি যে এই রহস্য বিবৃত করিলাম তাহা কোথাও প্রকাশ করিবে না, ইহা সংগোপনে এবং সযতনে রাখিবে। ইহা দ্বারা তুমি পরমার্থলাভে সমর্থ হইবে।২৭।

(যেনাত্মানং প্রযাস্যসি—যাহাতে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় অথবা লাভ করা যায়।)

ষড়ানন-গণেশাদি-দেবতানাঞ্চ পার্ব্বতি।
মনসাপি ন বক্তব্যং মম সান্নিধ্যকারকম্॥২৮

হে পার্ব্বতি, ষড়ানন, গণেশাদি দেবতাগণ আমার সান্নিধ্যকারক (নিকটবর্ত্তী হওয়া) হইলেও যদি এই শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন হয়, তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করার কথা চিন্তাও করিবে না।২৮।

অতীব চিত্তশান্তেচ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতে।
প্রবক্তব্যমিদং দেবি! মমাত্মাসি সদা প্রিয়ে॥২৯

হে দেবি, হে প্রিয়ে, শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত অতীব শান্তশীল যাঁহাদের চিত্ত, যাঁহারা আমার আত্মস্বরূপ তাঁহাদের নিকট ইহা বলিতে পার।২৯।

**অভক্তে বঞ্চকে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে।**

**মনসাপি ন বক্তব্যং গুরুগীতাভিধং প্রিয়ে।৩০**

হে প্রিয়ে, অভক্ত, বঞ্চক , ধূর্ত্ত, পাষণ্ড, নাস্তিক মনুষ্যগণের নিকট গুরুগীতা নামক গোপনীয় তত্ত্ব বলা দূরের কথা, মনেও স্থান দিবে না।৩০।

**আগমো নিগমশ্চাপি নির্ব্বাণশ্চ ত্রিধাগমঃ।**

**তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশি গুরুগীতা ময়োদিতা।।৩১**

হে দেবতাদের ঈশ্বরী! আগম, নিগম ও নির্ব্বাণ—এই ত্রিবিধ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া গুরুগীতা তোমার নিকট বলিলাম।৩১।

আগম—তন্ত্রশাস্ত্র।

নিগম—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদি।

নির্ব্বাণ—যে জ্ঞানে সাধকের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া অদ্বৈত ভূমিতে স্থিত হয়।

**গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।**

**দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি! শিষ্যসন্তাপহারকাঃ।।৩২**

হে দেবি! শিষ্যের বিত্ত অপহরণকারী বহু গুরুই বিদ্যমান আছেন কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ হরণকারী গুরু যথার্থই দুল্লভ।৩২।

**সংসারসাগরসমুদ্ধরণৈকমন্ত্রং**

**ব্রহ্মাদিদেবমুনিপূজিতসিদ্ধমন্ত্রম্॥**

**দারিদ্র্যদুঃখভয়শোকবিনাশমন্ত্রং**

**বন্দে মহাভয়হরং গুরুরাজমন্ত্রম্।।৩৩**

**ইতি বিশ্বসার তন্ত্রান্তর্গতং শ্রীশ্রীগুরুগীতাস্তোত্রং সমাপ্তম্।**

(গুরুগীতার এই শ্লোকসমূহ) সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র মন্ত্র। এই সিদ্ধ মন্ত্রকেই ব্রহ্মাদি মুনিগণ পূজা করিয়া থাকেন। ইহা দারিদ্র্য, দুঃখ, ভয়, শোক বিনাশক মন্ত্র। এই মহাভয় হরণকারী গুরুরাজমন্ত্রকে আমি বন্দনা করি।৩৩।

গুরুরাজমন্ত্র—গুরুগীতার মন্ত্রসমূহই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

**ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীশ্রীগুরুগীতা স্তোত্র সমাপ্ত।**

**ওঁ তৎ সৎ ওম্॥**

---

'শ্রীশ্রীগুরুগীতা'র শ্লোকগুলি ভক্তপ্রবর শ্রীপুলিনরঞ্জন দাস কর্তৃক ভাষান্তরিত।